ফল এবং কুমড়ো গোত্রীয় সব্জির ফলের মাছি নিয়ন্ত্রনের পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি

ডঃ মালবিকা দেবনাথ ও সাইদুল ইসলাম

নদীয়া কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র
বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ
গয়েশপুর, নদীয়া- ৭৪১২৩৪

ফলের মাছি বিভিন্ন কুমড়ো গোত্রীয় সবজি এবং ফলের অন্যতম ক্ষতিকারক কীটশত্রু, সমস্ত কুমড়ো গোত্রীয় সবজি ফলের মাছি দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং এই পোকার আক্রমনে ৫০% এর বেশী ফলন আংশিক বা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। ফলের ক্ষেত্রে আম, পেয়ারা, এবং কুল এই পোকার দ্বারা বেশী আক্রান্ত হয়। আমের ফলন ২৭ – ৩৫% এবং পেয়ারার ফলন ৭০-৮০% পর্যন্ত কম হতে পারে।

ফল এবং সব্জির ক্ষেত্রে ফলের মাছির আলাদা আলাদা প্রজাতি আক্রমন করে, কিন্তু তাদের আক্রমনের ধরণ একই রকম হয়।

সাধারনতঃ স্ত্রী মাছি এবং শূককীট ফসলের ক্ষতি করে। স্ত্রী মাছি, পরিণত ফলের খোসার ভিতরে ডিম পাড়ে। ১-৩ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে শূককীট নির্গত হয়। এই শূককীট সাদা রঙয়ের হয়। এবং মাথার দিকটা ছুঁচালো হয়। শূককীট ফলের রসালো অংশ খেতে শুরু করে,এর ফলে ফলটির পচন শুরু হয় এবং ঝরে পড়ে। পরিনত শূককীট ফল থেকে বেরিয়ে এসে মাটিতে প্রবেশ করে এবং মাটির ১-২ ইঞ্চি নীচে ককুন তৈরী করে মূককীটে পরিনত হয়.৭-১০ দিনের মধ্যে মূককীট থেকে পূর্ণাঙ্গ মাছির জন্ম নেয়।

সাধারনতঃ বর্ষা শুরু হওয়ার পর থেকে এই পোকার উপদ্রব বাড়ে। কিন্তু সারাবছরই এই পোকার আক্রমন চলতে থাকে।

কীটনাশক দিয়ে এই পোকাকে কার্যকরী ভাবে নিয়ন্ত্রন করা যায় না। কিন্তু কিছু ফাঁদ ব্যবহার করে এই পোকাকে কার্যকরী ভাবে নিয়ন্ত্রন করা যায় এবং এটি একটি পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি।

সাধারনতঃ দুইরকমের ফাঁদ ব্যবহার করা হয়। ফেরোমন ফাঁদ এবং বিষটোপ

ফেরোমন ফাঁদ: সবজি ফসলের ক্ষেত্রে কিউলিয়র এবং ফলের ক্ষেত্রে মিথাইল ইউজিনল ফেরোমেন,ফাঁদ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ফেরোমেন ফাঁদে কেবলমাত্র পুরুষ পোকা ধরা পরে,ফলে স্ত্রী পোকা নিষিক্ত হতে পারে না,এই কারনে পোকার

বংশ বিস্তার কমে যায় এবং কিছুদিনের মধ্যেই পোকার আক্রমন নিয়ন্ত্রনে চলে আসে।

কিউলিয়র /মিথাইল ইউজিনল ফাঁদ -

১) যে কোনো প্লাস্টিক বোতল নিতে হবে,দেখতে হবে তাতে যেন কোন গন্ধ না থাকে।

২) বোতলের দুই দিকে মাঝ বরাবর দুটি ছিদ্র করতে হবে (১-১.৫সে।মি ব্যাস বিশিষ্ট)

৩)বোতলের ছিপির মধ্যে একটি ছিদ্র করে একটি সুতো ঝুলিয়ে দিতে হবে এবং তার শেষ প্রান্তে একটু তুলো বেঁধে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে তুলোটা যেন ছিদ্র বরাবর থাকে।

৪) এরপর তুলোর মধ্যে ২-৩ ফোঁটা কিউওলিয়র বা মিথাইল ইউজিনল দিতে হবে।

৫) তুলোর নিচ পর্যন্ত পরিষ্কার জল এমনভাবে ভরে দিতে হবে যেন জল কখনোয় তুলোকে স্পর্শ না করে।

৬)প্রতি ১৫ -২০দিন অন্তর তুলোর মধ্যে কিউলিয়র বা মিথাইল ইউজিনল দিতে হবে।

সতর্কতা -

১) বিঘা প্রতি ৫-৬ টি ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।

২) ফাঁদ মাটি থেকে ৪-৫ ফুট উষ্চতার মধ্যে লাগাতে হবে।

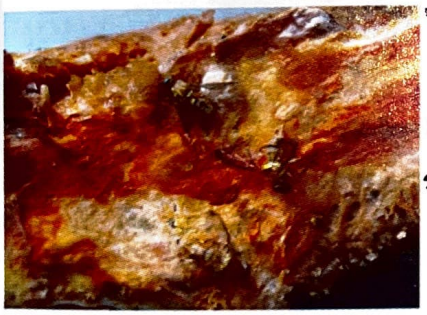

৩) [illegible] মাচা বা কোন শক্ত লাঠির সাথে বাঁধতে হবে, যাতে [illegible] দুলতে না পারে।

৪)জলের মধ্যে অনেক মাছি মরে পচে গেলে,জল ফেলে আবার পরিষ্কার জল ভরে দিতে হবে।

৫)এক অঞ্চলের সকল কৃষক যৌথভাবে এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করলে সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায়।

এছাড়া অন্যান্য বিষটোপ ব্যবহার করেও ফলের মাছি নিয়ন্ত্রন করা যায়। বিষটোপে পুরুষ এবং স্ত্রী,উভয় পোকাই আকৃষ্ট হয় এবং মারা যায়।

তিন রকমের বিষটোপের উপকরন ব্যবহার করা যেতে পারে-

প্রথম বিষটোপ – জল -১লিটার

ঝোলাগুড়- ২৫০ গ্রাম

কীটনাশক- ২০মিঃ লিঃ/গ্রাম

দ্বিতীয় বিষটোপ –পাকা বা পচা কলা-১কেজি

সাইট্রিক অ্যাসিড -২ মিঃ লিঃ

কীটনাশক- ২০মিঃ লিঃ/গ্রাম

তৃতীয় বিষটোপ – পাকা কুমড়ো -১ কেজি

সাইট্রিক অ্যাসিড -২ মিঃ লিঃ

কীটনাশক- ২০মিঃ লিঃ/গ্রাম

প্রতিটি বিষটোপের উপকরণগুলি ভালভাবে মিশিয়ে ছোট ছোট পাত্র করে জমিতে রাখতে হবে।পোকা বিষটোপের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে তা থেকে খাবার সংগ্রহ করে,ফলে সহজেই মারা যায়

বিষটোপের ক্ষেত্রে সেইসব কীটনাশক নির্বাচন করতে হবে,যাদের খুব একটা গন্ধ নেই,ফলে অন্যান্য উপকরনের গন্ধে পোকা বেশী করে আকৃষ্ট হবে।

ফেরোমেন ফাঁদ এবং বিষটোপ একসাথেই ব্যবহার করা যেতে পারে।

এতে,ফলের মাছিকে আরো ভালভাবে নিয়ন্ত্রন করা যায়।

নদীয়া কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত ও

ডঃ সামশুল হক আনসারী

বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান কর্তৃক প্রচারিত

যোগাযোগঃ নদীয়া কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র

ফোনঃ 033-25891271

email:nadiakvk@gmail.com

www.nadiakvk.org.in

Nadia Krishi Vigyan Kendra

মুদ্রণঃ Alonso Consultancy Services private Limited